তারিখ .... 10 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২-৩ কলাম ... ৫ ......

দৈনিক
ইত্তেফাক

বাকৃবিতে বিভাগীয় প্রধান সাসপেণ্ড ভিসিকে নোটিস

■ বাকৃবি (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) ফার্ম স্ট্রাকচার এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধানকে সাময়িক অব্যাহতি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিভাগের অন্য সকল শিক্ষক অনাস্থা জ্ঞাপন করায় তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য। এ অব্যাহতি আদেশের বিরুদ্ধে ওই শিক্ষক আদালতে রিট করলে অব্যাহতি আদেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি ও উপাচার্যকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে আদালত।

সম্প্রতি ফার্ম স্ট্রাকচার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এম.এস. শ্রেণির জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৫ সেমিস্টারে এক শিক্ষার্থীর থিসিস পেপার নকল করার অভিযোগে আনেন ওই বিভাগের ফলাফল প্রস্তুতকরণ কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন। পরে তিনি রেজাল্ট শিটে ওই শিক্ষার্থীর নম্বর যোগ না করেই স্বাক্ষর করেন। এতে কমিটির অন্য সদস্যরা আপত্তি জানান। এ নিয়ে বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি। এঘটনায় তিনি রেজিস্ট্রার এবং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন। এতে সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের ফলাফল আটকে যায়। বিষয়টি নিয়ে বিভাগের অন্য শিক্ষকরা প্রধানের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ৩১ মার্চ তাকে অপসারণের দাবি জানিয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কমিটির কো-অর্ডিনেটর ও ভিসি বরাবর অভিযোগ দেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ৩ এপ্রিল উপাচার্য ড. মো. আলী আকবর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানের পদ থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেন ওই শিক্ষককে। এ অব্যাহতি আদেশের বিরুদ্ধে ৬ এপ্রিল উপাচার্যসহ ৯ জনকে বিবাদী করে ময়মনসিংহের সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে রিট করেন তিনি। শুনানিশেষে রিট মঞ্জুর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার এবং কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের ডিনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে দশ দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলে আদালত।

সাময়িক অব্যাহতিপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, একজন শিক্ষক হিসেবে নৈতিক কারণে নকল থিসিসে আমি সই করতে পারি না। কোন কারণ দর্শানোর নোটিশ ছাড়া আমাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. মো. রকিবুল ইসলাম খান বলেন, ডিফেন্স হওয়ার পর কোন শিক্ষার্থীর রেজাল্ট আটকে দেয়ার এখতিয়ার কোন শিক্ষকের নেই। চেয়ারম্যান হিসেবে ওনার দায়িত্ব ছিল টেবুলেশন শিটে সই দেয়া। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলী আকবর বলেন, বিভাগের সকল শিক্ষক তার বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করায় এবং বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালানোর স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের ধারা অনুযায়ী তাকে সাময়িক অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। আইন অনুযায়ী আদালতের নোটিশের জবাব দেয়া হবে।